বৈশাখী মেলা নিয়ে বিশেষ রচনা

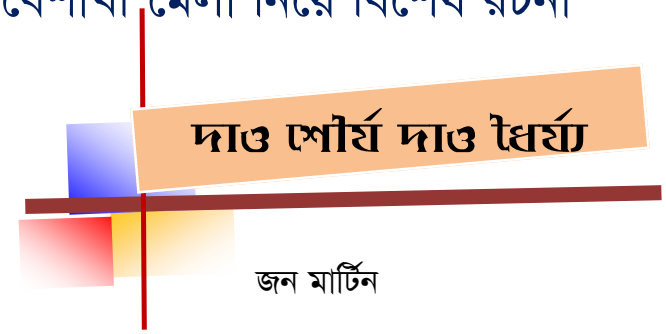

জন মার্টিন

আমরা যারা প্রবাসী তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটি কি? চাকরী? বন্ধু বান্ধব্? আত্মীয় স্বজন? অভিবাসনের উপর যত গবেষনা হয়েছে তার অধিকাংশই একটি বিষয়কে খুব গুরুত্ব দিয়েছে- তা হলো 'আইডেনটিটি ক্রাইসিস'! একটি গবেষনা তো অবাক করে দিয়ে বলেছে যে যুদ্ধ বিধ্বস্থ দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের জন্য যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি যত না কষ্টকর তার চেয়ে বেশী কষ্টকর হচ্ছে প্রবাসে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়া। আর নিজেকে এই অচেনা, অজানা আলো বাতাসে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজটি হলো নিজের পরিচয় নতুন করে আবিষ্কার করা। অভিবাসন সহজ প্রক্রিয়া নয়। দীর্ঘ দিনের শিকড়ের টান আর আলো বাতাসের স্পর্শ কি দুই বাক্সে ভরে নিয়ে আসা যায়? যারা এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গেছেন তারা সবাই জানেন এই অভিবাসনের প্রক্রিয়ায় আমরা আমাদের আত্মাকে দ্বিখন্ডিত করেছি। তাই প্রতিদিন খুঁজে বেড়াই নিজেকে। আমি কে? কি আমার পরিচয়? হাতে একটা নীল পাসপোর্ট পেলেই কি পুরানো পরিচয় ঢেকে নতুন খোলস পড়া যায়? আমরা যেদিন সিটিজেনশীপ সেরিমোনীতে গেলাম -সেদিন আমার মনে কত উত্তেজনা কত শিহরন। হ্যা.. এই দিনটির জন্যই তো এই দেশে আসা। সবার সাথে যখন শপথ নিচ্ছিলাম তখন পাশে তাকিয়ে দেখি মৌসুমী হু হু করে কাঁদছে। সে কান্না আনন্দের নয়। সে ছিল নিজের আত্মার এক অংশকে নতুন খোলস দিয়ে ঢাকার যন্ত্রনার কান্না। নিজের আসল পরিচয়কে ঢাকার কান্না। আমি নিশ্চিত, এমন অভিজ্ঞতা শুধু আমাদের নয় আরো অনেক প্রবাসীর হয়েছে । আইডেনটিটি ক্রাইসিসের শুরু সেদিন থেকে যে দিন এই প্রবাসের মাটিতে আমরা পা দিয়েছি। শুরুতে বুঝিনি কারন তখন ব্যস্ত ছিলাম জীবিকার দৌড়ে।একটা ভাল থাকার জায়গা, ভাল চাকরীর তখন বড় প্রয়োজন। তারপর শুরু হয় প্রতিনিয়ত নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। কোথায় খুঁজি নিজের ফেলে আসা পরিচয়? বাঙ্গালীর পরিচয় তার ভাষা, সংস্কৃতির মাঝে। কিন্তু সেই সংস্কৃতির সম্মিলন কোথায়? একাত্তরে বাঙ্গালী তার আত্ম পরিচয়ের জন্য যুদ্ধ করেছে-পথ দেখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই প্রবাসেও বাঙ্গালী যখন তার পরিচয় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ- তখন বঙ্গবন্ধুর নামেই শুরু হলো বৈশাখী মেলা। সেটা সেই ১৯৯১ এর কথা। প্রবাসী বাঙ্গালী খুঁজে পেল আত্মার সন্ধান। বাঙ্গালীর নাড়ীর টান বৈশাখী মেলা। বারউডের বোনা সেই ছোট্ট গাছ এখন বিশাল বট গাছে পরিনত হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার বাঙ্গালীদের যত গুলো ভাল প্রাপ্তি তার মধ্যে সিডনীর অলিম্পিক পার্কের বৈশাখী মেলা অন্যতম। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন জায়গাই যত মেলাই করুন না কেন- অলিম্পিক পার্কের এই মেলা নিজস্ব স্বকীয়তায় মাথা উঁচু করে আছে- হয়ে ইঠেছে বাঙ্গালীর গর্ব, আত্মার মিলন ক্ষেত্র।! এই যে আজ এত মেলা - এর উৎস কিন্তু বারউডের বৈশাখী মেলা। যখন প্রবাসী বাঙ্গালীর এমন একটি সম্মিলনের ভীষন প্রয়োজন ছিল তখন বঙ্গবন্ধু পরিষদ বঙ্গবন্ধুর নামে যথার্থ কাজটি করেছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর শেকড়ের সন্ধানে পথ দেখিয়েছেন। নানা জনে প্রশ্ন করেন- "মেলা করা কি বঙ্গবন্ধু পরিষদের কাজ কিনা?" না অবশ্যই নয়। কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর শিকড়ের সন্ধানে সেই ১৯৯১ যে যাত্রাটি বঙ্গবন্ধু পরিষদ শুরু করেছিল তা প্রয়োজন ছিল। বৈশাখী মেলা এখন যে গ্রহন যোগ্যতায় বটবৃক্ষ হয়ে উঠেছে তা এগিয়ে নিয়ে যাওযার জন্য এখন আর বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রয়োজন নেই। এখন প্রয়োজন একটি সম্মিলিত কমিটির। যেখানে সিডনীর সকল সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এই বৈশাখী মেলাটিও সারা অষ্ট্রেলিয়ায় হয়ে উঠতে পারে বাঙ্গালীর জন্য বাংলা সংস্কৃতির প্রতীক। যেখানে শুধু সিডনী নয় সারা অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি অংশ গ্রহন করতে পারে। প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে বৈশাখী মেলা তার পাখা মেলতে পারে এই অষ্ট্রেলিয়ায়। এটা শুধু এখন সময়ের ব্যাপার। কিন্তু সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু পরিষদের কমিটি পালাটা কমিটি সংক্রান্ত যে ঘোষনাগুলো দেখছি তাতে মনে শংকা জাগে- বৈশাখী মেলার এই বিশাল অর্জন কি আমরা হারাতে যাচ্ছি? বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন আরো দ্বিখন্ডিত হলো, কার দোষ, এই গুলো নিয়ে যাদের দেখার তারা তা দেখবে এবং বিশ্লেষন করবে। কিন্তু বাতাসে যে সব গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হয় এই দুই কমিটি বৈশাখী মেলার 'মালিকানা' নিয়ে এক আইনী লড়াইয়ে নামবে। এই মেলাকে ঘিরে বিশাল অংকের লেনদেন হয়। অতএব এর ব্যবসায়ীক দিকটি তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই লড়াইয়ে যদি ব্যবসায়ীক দিকটিই বেশী প্রশ্রয় পায় তাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি গ্রস্থ হবে প্রবাসী বাঙ্গালীরা- যারা একটু একটু করে স্বপ্নের পাহাড় বুনেছে প্রবাসে এই প্রত্যয়ে যে বাংলা সংস্কৃতি আপন মহিমায় পাখা মেলবে এই অষ্ট্রেলিয়ায়। কার রেজিষ্ট্রেশন আছে, কার নেই, কে নাম পেল, কে টাকা পয়সা পেল - তা নিয়ে সাধারন প্রবাসীর কোন মাথা ব্যথা নেই। আমরা শুধু বিনীত অনুরোধ করবো এই বিবাদে আর যাই হোক - ঐ 'বৈশাখী মেলার' বটবৃক্ষটি যেন উপড়ে ফেলা না হয়। আমাদের আইডেনন্টি ক্রাইসিসের বিবাদের ভার বঙ্গবন্ধুকে কেন নিতে হবে? আমরা ক্রমাগত নিজেদের বিভক্ত করছি আর এই প্রজন্মের কাছ থেকে নিজেরা যেমন দূরে সরে যাচ্ছি- তেমনি দূরে সরিয়ে দিচ্ছি বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধু পরিষদ মনোযোগ দিক বঙ্গবন্ধুর উপর গবেষনার দিকে। কাজ করুক কি করে এই প্রবাসে এই নামটি আরো বেশী পরিচিত করা যায়? বঙ্গবন্ধুর নামে শুধু মেলা করার জন্য তিন-চারটি বঙ্গবন্ধু পরিষদের উপর মানুষের দীর্ঘদিনের যে অভিযোগ- তা খন্ডানোর এই যে সুযোগ সৃষ্টি হোল- তা কি সবগুলো বঙ্গবন্ধু পরিষদ হেলায় হারাবেন?

সব শেষে বাংলা সংস্কৃতির আরেক বটবৃক্ষ রবিঠাকুরে কিছু কথা সবাইকে স্মরণ করাতে চাই। “আমরা আরম্ভ করি শেষ করিনা, আড়ম্বর করি কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমান বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমান আত্মত্যাগ করিতে পারিনা; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ন করিতে থাকি; পরের অনুকরনে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান; পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাক চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তি বিহবল হইয়া ওঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য”।

আমি প্রার্থনা করি যারা এই দম্ভের লড়াইয়ে জড়াবেন সৃষ্টিকর্তা তাদের দিক শৌর্য, দিক ধৈর্য্য। এই প্রার্থনায় আমার সাথে যোগ দিয়েছেন কবি নজরুল–

দাও শৌর্য দাও ধৈর্য্য
হে উদারনাথ
দাও দাও প্রান।
দাও অমৃত মৃত জনে
দাও ভীত চিত জনে
শক্তি অপরিমান।
হে সর্ব শক্তিমান
ভীতি-নিষেধের উর্দ্ধে স্থির
রহি যেন চির উন্নত শির
যাহা চাই যেন জয় করে পাই
গ্রহন না করি দান
হে সর্বশক্তিমান।

জন মার্টিন, সাংস্কৃতিক কর্মী
probashimartins@gmail.com